

শ্রদ্ধেয় রায়হানভাই কে

- - অনন্তবিজয় - -

ananta@inbox.com

১০-০৯-০৬

আপনার লেখা আমি দীর্ঘদিন ধরেই পড়ছি। সত্য বলতে কী, আপনার লেখা পড়তে ভালোই লাগে!! আমি নিশ্চিত, আপনার লেখা যে পড়ে, তার মাথায় নতুন চিন্তার খোরাক যোগায়। আমি আপনার লেখার মর্মার্থ মাঝে মাঝে সহজেই বুঝতে পারি, কিন্তু আবার মাঝে মাঝে ঠিক চট করে বুঝতে পারি না; তখন মনে হয় আপনি লিখতে গিয়ে কিছু ভাব নিজের মধ্যে রেখে দেন, স্পষ্ট করে সবটুকু বলতে/ জানাতে চান না (এটা আমার ভুল ধারণা অথবা আমার বুঝতে পারার অক্ষমতা হতেও পারে! এরকম হলে মাফ করে দিবেন।)। যাই হোক, আজ আমি আপনার কাছে একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি (দেরি হয়ে গেলো বোধহয়!), আশা করি আপনি সময় হলে, আমার ছোট অনুসন্ধিৎসাক্ষেপকে পূরণ করবেন।

আপনি অভিজিৎদা'কে উদ্দেশ্য করে দ্বিতীয় লেখায় (http://www.mukto-mona.com/Articles/raihan/Avijit_Roy-2.pdf) বলেছেন, কোরানে অনেক কিছু রূপক অর্থে আছে। এবং উদাহরণ হিসেবে বেশ কিছু সূরা এবং আয়াত নাম্বার (৩:৭, ১৭:৩৬, ৪৫:১৩, ৩৮:২৯, ৩:১৯০, ৩:১৯১, ১০:২৪, ৬:৫০, ৬:৯৮, ১৯:১, ১৩:৩, ১৬:১১-১২, ১৬:৬৯, ৩০:৮, ৩০:২১, ৩৯:২৭) উল্লেখ করেছেন।

এ সম্পর্কিত আমার প্রশ্নাবলী হচ্ছে : (১) মহান আল্লাহতায়াল্লা অথবা হযরত মোহাম্মদ কোরানের কোন কোন আয়াতগুলিকে রূপক অর্থে গ্রহণ করার কথা বলেছেন? এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করা আছে কি কিছু? সব আয়াতগুলিই কি রূপক অর্থে বলা হয়েছে না কিছু কিছু? এই কিছু কিছু আয়াত কোনগুলো (যেগুলো সরাসরি বিজ্ঞানবিরোধী অথবা বিজ্ঞানের সাথে মিল খায় না, সেগুলিই কী)?

(২) কিসের জন্যে রূপক অর্থে বলা হয়েছে? আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে কোন আয়াত না মিললেই কি তা রূপক হয়ে যাবে? নাকি শুধু মাত্র ভবিষ্যতে কোরানের বক্তব্য নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হলেই কী বিতর্ক করে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে রূপক বলে চালিয়ে দিতে হবে? না'কি সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহতায়াল্লা অথবা হযরত মোহাম্মদ অনুমান করে নিয়েছিলেন ভবিষ্যতে উনাদের সব বক্তব্য (কোরান) বিজ্ঞানের সাথে মিল খাবে না?

(৩) রায়হান ভাই, কোরানের সবটুকুই আল্লাহর বাণী না হযরত মোহাম্মদ আরো কয়েকজনের সহায়তায় এটি সংকলিত করেছেন, এই প্রশ্নে আমি যাচ্ছি না। তৎকালীন আরবজাতির রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট, মোহাম্মদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা সবাই কম-বেশী জানি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ আয়াতগুলি আমরা সত্য বলে ধরে নিব?

সূরা আদদোখান* (৪৪:৫৮)- “অত এব (হে নবী) আমি এই (কোরআন)-কে তোমারই (মাতৃ)-ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে করে তারা (এর থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।”

সূরা ইউসুফ (১২:২) - “এই নিসন্দেহে আমিই একে নাযিল করেছি, (নাযিল করেছি) কোর আনকে আরবী ভাষায়, যেন তোমরা (তা) অনুধাবন করতে পারো।”

সূরা আল ক্বামার (৫৪:১৭) - “ আমি (অবশ্যই) এই কোরআনকে মনে রাখার জন্যে সহজ করে দিয়েছি, কে আছে (তোমাদের মাঝে) এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার? ”

সূরা ইবরাহীম (১৪:১৭)- “ আমি কোন নবী (দুনিয়ায়) এমন পাঠাইনি যে, তার জাতির (মাতৃ) ভাষায় (সে আমার বাণী তাদের কাছে পৌঁছায়নি) যাতে করে সে তাদের কাছে (আমার আয়াতকে) পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে পারে। অতপর আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করেন, আবার যাকে তিনি চান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাকুশলী। ”

উপরে উল্লেখিত আয়াতগুলি পড়ে মনে প্রশ্ন জাগে, আপনার দেয়া রূপক হিসেবে (কোরানের বক্তব্যকে) গ্রহণ করার আয়াতগুলি (৩:৭, ১৭:৩৬, ৪৫:১৩, ৩৮:২৯, ৩:১৯০, ৩:১৯১, ১০:২৪, ৬:৫০, ৬:৯৮, ১৯:১, ১৩:৩, ১৬:১১-১২, ১৬:৬৯, ৩০:৮, ৩০:২১, ৩৯:২৭) সত্যি, না কোরানের ভাষা (যা মহান আল্লাহতায়ালার বার বার বলে দিচ্ছেন) সহজ, সরল, পরিষ্কার, অনুধাবন করা যায়?? কোন আয়াতগুলি জনগণ গ্রহণ করবে??

(৪) আচ্ছা, “সহজ ভাষা”, “সহজ করে দেয়া” “পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে পারা” “অনুধাবন করতে পারা” ইত্যাদি শব্দের সাথে “রূপক” শব্দটি কি অর্থগতভাবে পরস্পর বিরোধী নয়? যদি না হয়, তাহলে দয়া করে একটু ব্যাখ্যা করবেন।

(৫) দেখা যাচ্ছে সূরা ইবরাহীম (১৪:৪)- “সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করতে পারেন” বলে দাবি করছেন। তাহলে প্রশ্ন আসে, মহান আল্লাহতায়ালার কি ইচ্ছাকৃত ভাবেই উঁনার সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদকে গোমরাহ করার জন্যেই এরকম পরস্পর বিরোধী আয়াত মোহাম্মদকে দিয়ে (বুলি আওরানো) বলিয়েছেন?? না কি, মানব মোহাম্মদসহ উঁনার অন্যান্য সাথীদের জ্ঞানগত, মনস্তাত্ত্বিক এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতার জন্যেই এরকম পরস্পর বিরোধী আয়াত সংকলিত করেছিলেন?? কোনটি বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, আপনার কাছে?

(৬) এবার আপনার উদাহরণ হিসেবে দেয়া আয়াতগুলো দেখা যাক। একটু বিস্তারিতভাবে এখানে আলোচনা করবো। আশা করি, রায়হানভাই সহ অন্যান্য পাঠক বিরক্ত হবেন না। সূরা আলে ইমরান (৩:৭) - “ তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি তোমার ওপর এই কেতাব নাযিল করেছেন, (এই কেতাবে দুই ধরণের আয়াত রয়েছে) এর কিছু হচ্ছে (সুস্পষ্ট) দ্ব্যর্থহীন আয়াত, সেগুলোই হচ্ছে কেতাবের মৌলিক অংশ, (এছাড়া) বাকী আয়াতগুলো রূপক (বর্ণনায় বর্ণিত, মানুষের মাঝে) যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা (এসব কিছুকে কেন্দ্র করেই নানা ধরণের) ফেৎনা ফাসাদ (সৃষ্টি করে) এবং আল্লাহর কেতাবের (অপ) ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এসব (রূপক) আয়াতের কিছু অংশের অনুসরণ করে। (অথচ) এসব (রূপক) বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউই জানে না, জ্ঞানী ব্যক্তির (এসব ব্যাখ্যার পেছনে অনর্থক সময় ব্যয় না করে বরং) বলে, আমরা তো এর (সবটুকুর) ওপর ঈমান এনেছি, এই সবগুলো তো আমাদের মালিকের পক্ষ থেকেই (আমাদের দেয়া হয়েছে, সত্য কথা হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াত থেকে) প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকেরাই কেবল শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। ”

স্বীকার করে নিলাম, কোরানের এই আয়াতে (৩:৭) রূপক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই রূপকের ব্যাখ্যাতো দেখি মহান আল্লাহতায়ালার ছাড়া আর কেউই জানেন না!!, মনে হয় হযরত মোহাম্মদও স্বয়ং

জানতেন না!!? তাই না? আর আমাদের মতো এই আমজনতা তো কোন ছাড়!!! তাহলে দুনিয়ার এতো মোল্লা, মৌলভী, হাফেজ, শায়খ এরা কোরান নিয়ে কি জোরে এতো দাবি করে? কিসের জ্ঞানে জ্ঞানী বলে দাবি করে? হায়! হায়! তবে কী, ভুল, সবই ভুল!!

যাই হোক! আপনি বললেন (পৃষ্ঠা -৩ এ), “কিছু কিছু ব্যাপারে সামান্য হিন্টস্ দেওয়ার পর কোরানের অনেক আয়াতেই 'Think', 'Ponder', 'reflect', 'pay heed', 'don't you see?', 'don't you understand?', 'are you blind?' 'are you dumb?' ইত্যাদি বলা হয়েছে! তার মানে কোরান চায় মানুষ অন্ধভাবে কোরান বিশ্বাস না করে কোরান নিয়ে রিসার্স করুক (দেখুন Q.17:36 *Follow not that of which you have not the knowledge*)।” রায়হানভাই, আমাদের মনে হচ্ছে ৩:৭-এ ঠিকই স্পষ্টভাবে কোরানকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করার কথা বলা হচ্ছে, রিসার্স করার কথা বলা হচ্ছে না। বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনার উদাহরণ হিসেবে দেয়া আয়াত (৩:৭) আবার দেখুন “..... জ্ঞানী ব্যক্তির (এসব ব্যাখ্যার পেছনে অনর্থক সময় ব্যয় না করে বরং) বলে, আমরা তো এর (সবটুকুর) ওপর ঈমান এনেছি, এই সবগুলো তো আমাদের মালিকের পক্ষ থেকেই (আমাদের দেয়া হয়েছে, সত্য কথা হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াত থেকে) প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকেরাই কেবল শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।” এর থেকে আর কি করে স্পষ্ট ভাষায় বলা হবে “কোরানকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করার কথা”?? আপনার যদি জানা থাকে, তাহলে জানাবেন।

(৭) সূরা বনী ইসরাইল (১৭:৩৬) “যে বিষয়ের ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞান নেই (অযথা) তার পেছনে পড়া না, কেননা (কেয়ামতের দিন) কান, চোখ ও অন্তর, এর সবকয়টির ব্যাপারেই তাকে প্রশ্ন করা হবে।” আপনার দেয়া উদাহরণের এই আয়াতে (১৭:৩৬) কোথায় কোরানকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে রিসার্স করার কথা বলা হলো, তার তো বিন্দুবিসর্গ বুঝলাম না (বুঝতে অক্ষম বলেই হয়তো!!)? আবার “যে বিষয়” বলতে এখানে কোরানকেই বুঝানো হচ্ছে তা কি আপনি নিশ্চিত? কি করে নিশ্চিত হলেন, জানাবেন কি? ১৭:৩৫, ১৭:৩৭ আয়াতগুলিতে কিন্তু কোরানের বাইরের ব্যাপারে বলা হচ্ছে। দয়া করে দেখে নিবেন।

(৮) সূরা আল জাছিয়া (৪৫:১৩) “.....অবশ্যই এ মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে (অনেক) নিদর্শন রয়েছে।” এই আয়াতে কোথায় অন্ধভাবে বিশ্বাস করা-না করা কিংবা অবিশ্বাস করার কথা কিংবা গবেষণা করার কথা বলা হয়েছে, আমি বুঝতে পারছি না। আপনি যদি পেয়ে থাকেন ঐরকম কিছু, আমাকে জানাবেন?

(৯) সূরা আস সোয়াদ (৩৮:২৯) “আমি এই মোবারক গ্রন্থটি তোমার ওপর নাজিল করেছি, যাত করে মানুষ এর আয়াতসমূহের ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করতে পারে এবং জ্ঞানবান লোকেরা (তা থেকে) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।” হ্যাঁ। মেনে নিচ্ছি, এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কোরানের আয়াতগুলিকে নিয়ে যেন লোকজন চিন্তা - গবেষণা করতে পারে। কিন্তু রায়হানভাই, এই আয়াতটাকে কি ৩:৭ নাম্বার আয়াত আটকে দিচ্ছে না? দেখুন ৩:৭ এ তো বলা আছে, জ্ঞানী লোকেরা এসব ব্যাখ্যার পিছনে অনর্থক সময় নষ্ট না করে, কোরানের উপর ঈমান নিয়ে আসে, তাহলে এই পরস্পর বিরোধী আয়াত সমূহের মধ্যে কোনটি সত্য? না কী, কোনটিই সত্য নয়? ঠিক আছে, আলোচনার খাতিরে ধরে নেই, ৩৮:২৯ নাম্বার আয়াত সত্য। তাহলেও প্রশ্ন আসে, যে বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা হবে, সে বিষয়টি সম্পর্কে তো নিশ্চয়ই ভালোভাবে বুঝতে হবে, জানতে হবে। না বুঝেই, না জেনেই তো চিন্তা-গবেষণা করা যায় না?

ঠিক কী না বলুন? কিন্তু ৩:৭ এ যে বলা হলো “ কোরানের অনেক কিছু রূপক অর্থে আছে (আপনিও যে বিষয়ে কোরান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন অভিজিৎ দা’কে), এবং যে গুলির ব্যাখ্যা শুধুমাত্র মহান আল্লাহতায়াল্লাই একমাত্র জানেন, আর কেউই জানেন না ”। তাহলে এই রূপক আয়াতগুলো সম্পর্কে কীভাবে চিন্তা-গবেষণা করা যায়, বলুনতো?? আচ্ছা, রূপক আয়াতগুলো বাদ দিয়েই কী শুধুমাত্র সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন যে আয়াতগুলো রয়েছে, তা নিয়েই শুধুচিন্তা-গবেষণা করার কথা বলা হয়েছে? আমি জানি না ভাই। এরকম নির্দিষ্ট করে দেয়া কোন আয়াত থাকলে, আমাকে জানাবেন আশা করি।

(৯) আপনার উদাহরণ হিসেবে দেয়া সূরা আলে ইমরান ৩:১৯০ নম্বর আয়াত সম্পর্কে আমি কিছু উল্লেখ করলাম না, কারণ এখানে বলার মতো কিছুই নেই, এটি প্রায় হুবহু সূরা আল জাসিয়া ৪৫:১৩ নাম্বার আয়াতের মতো। এর পর সূরা আলে ইমরানের পরের আয়াত (৩:১৯১) দেখুন - “ (এই জ্ঞানবান লোক হচ্ছে তারা) যারা দাঁড়িয়ে, বসে, এবং শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের এই সৃষ্টি (নৈপুণ্য) সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে, (এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তারা বলে উঠে,) হে আমাদের মালিক, (সৃষ্টিজগত)-এর কোন কিছুই তুমি অযথা বানিয়ে রাখিনি, তোমার সত্তা অনেক পবিত্র, অতএব তুমি আমার জাহান্নামের কঠিন আজাব থেকে নিষ্কৃতি দাও।” আল কোরানের দৃষ্টিতে জ্ঞানবান লোকের সংজ্ঞা দেখলেন তো!! তোষামোদকারীরাই দেখি এই দুনিয়ার সবচেয়ে জ্ঞানবান ব্যক্তি! হয়! হয়! এই জন্যেই কী, লোকে বলে “তেল মর্দনের কোন বিকল্প নেই”। যাই হোক, আমাদের প্রসঙ্গ এটি নয়। এই আয়াতে যে বলা হলো, আসমানসমূহ ও যমীনের এই সৃষ্টি-নৈপুণ্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার কথা, তার মধ্যে কোরান নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার কথা আছে কি? আমি নিশ্চিত নই। থাকলেও অসুবিধা নেই। কারণ এই আয়াতটিকেও আটকে দিবে রায়হান ভাইয়ের উদাহরণ হিসেবে দেয়া ৩:৭ নাম্বার আয়াতটি। আচ্ছা, এই যে আসমানসমূহ বলা হলো, কেন বলা হলো? এই আসমান জিনিসটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এবং আল কোরানের দৃষ্টিতে ঠিক কি বোঝায়? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এই “আসমানসমূহ” শব্দটি সত্য না মিথ্যা? রায়হানভাই একটু ব্যাখ্যা করবেন কী?

(১০) সূরা ইউনুস (১০:২৪) আয়াতটি বেশ বড়, বিধায় আমি যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু উল্লেখ করলাম। আগ্রহীরা ইচ্ছে করলে আয়াত নাম্বার (১০:২৪) মিলিয়ে দেখে নিতে পারেন। “এভাবেই আমি আমার আয়াতসমূহকে সে সব জাতির জন্যে খুলে খুলে বর্ণনা করি, যারা (এ সম্পর্কে) চিন্তা-ভাবনা করে।” রায়হানভাই, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, আপনি কেন এই আয়াত উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করলেন? শুধুমাত্র এই আয়াতে “চিন্তা-ভাবনা” শব্দটি আছেই দেখে কী উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন? এরকম হলেতো আমাকে হয়! হয়! বলতে হবে। আচ্ছা রায়হানভাই, বলেন তো “খুলে খুলে বর্ণনা” শব্দটির অর্থ কী? এটা কি আপনার সেই “রূপক” শব্দের সমার্থক শব্দ না “সহজ”, “অনুধাবন করা যায়”, “পরিস্কার করে বুঝিয়ে বলা” ইত্যাদির সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা যায়?? আপনার কাছে কোনটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়?

(১১) সূরা আল আনআম (৬:৫০) -“(হে মোহাম্মদ!) তুমি বলো, আমি তো তোমাদের এ কথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ তায়ালার বিপুল ধনরাশি রয়েছে- না (একথা বলি যে,) আমি গায়েবের খবর রাখি! একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। (আসলে) আমি তো সেই ওহীরই অনুসরণ করি, যা আমার ওপর নাজিল করা হয়। তুমি বলো, অন্ধ ব্যক্তি আর চক্ষুস্মান ব্যক্তি (কখনো) এক হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করে দেখো না? বলেনতো, এখানে অন্ধব্যক্তি আর চক্ষুস্মান ব্যক্তি বলতে কী বুঝানো হচ্ছে? “হযরত মোহাম্মদের উপর অলৌকিকভাবে ওহী নাজিল হয়” এই তথ্যটি যারা ঐ সময়

মেনে নিয়েছিলেন, তাঁদেরকেই কী চক্ষুস্মান ব্যক্তি বলা হচ্ছে না আর যারা মেনে নেন নি, তাঁদেরকেই কী অন্ধ ব্যক্তি বলা হচ্ছে না?? আপনার যদি ভিন্নমত থাকে এই ব্যাপারে, তাহলে জানাবেন নিশ্চয়ই।
আবার একই সূরা আল আনআম'এর ৯৮ নাম্বার আয়াত কেন আপনি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করলেন, বুঝতে পারলাম না? এটিও আপনার দেয়া ১০:২৪ নাম্বার আয়াতের সাথে মিলে যাচ্ছে। দেখুন
“.....জ্ঞানীলোকদের জন্যে আমি আমার নিদর্শনগুলোকে (এভাবেই) বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে থাকি।”
“বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা” শব্দটি কি আপনার দেয়া ৩:৭ নাম্বার আয়াতের কোরানের ভাষা “রূপক” শব্দের সাথে মিল খায়, না আমার উদাহরণ হিসেবে দেয়া কোরানের ভাষা “সহজ”, “পরিষ্কার”, “অনুধাবন যোগ্য” ইত্যাদির সাথে মিলে যায়? গ্রহণযোগ্য বলে কোনটি মনে হয় আপনার, জানাবেন কি??

আপনার দেয়া বাকি আয়াতগুলো আমি শুধু শুধু পাঠকের বিরক্তির কারণ হবে বলে আর উল্লেখ করছি না; এমনিতাই হয়তো অনেকেই বিরক্ত হয়ে গেছেন আমার উপর। তবে ভবিষ্যতে প্রয়োজন পড়লে দেখা যাবে।

আপনার উত্তরের প্রত্যশায় রইলাম। এবং আমার বিশ্বাস, আমার প্রশ্নগুলি এবং বক্তব্য আপনি মোটেও অন্যভাবে নিবেন না। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে ভবিষ্যতে এ সম্পর্কিত আরোও প্রশ্ন মাথায় আসলে আপনাকে পাঠাবো। ওহ!! আর একটা কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, মনে হল হঠাৎ, তাই বলতেছি। আপনার ঐ কথাটি (পৃষ্ঠা-১ এ) আমার কাছে খুব সত্য মনে হয়েছে : “..... সত্যি সত্যি কি সূর্য অস্ত যায়? ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের সময় লিখা থাকে কেন?” - আসলেই, এটি আমাদের এক মস্ত বড় ভুল। এটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগত এবং সাথে সাথে ভাষা বিভ্রাটের জ্বলন্ত এক উদাহরণ। আমার মনে হয়, শুদ্ধভাবে আমাদের বলতে গেলে, বলা উচিত সূর্য দৃশ্যমান ও সূর্য অদৃশ্যমান অথবা সূর্যমুখী ও সূর্য বিমুখী। আচ্ছা, আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন। আপনার জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইলো।

ধন্যবাদ, সবাইকেও। সবার জন্য শুভ কামনা।

(উৎসঃ হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ; কোরআন শরীফ, সহজ সরল বাংলা অনুবাদ; প্রকাশনায় : আলকোরআন একাডেমী লন্ডন।)